হঠাৎ যদি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আমায় যদি হঠাৎ কোন ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা
করি গোটা ক'য়েক আইন জারি
দু'এক জনায় খুব কষে দিই সাজা।

মেঘগুলোকে করি হুকুম সব
ছুটি তোদের, আজকে মহোৎসব।
বৃষ্টি–ফোঁটার ফেলি চিকন চিক
ঝুলিয়ে ঝালর ঢাকি চতুর্দিক,
দিল দরিয়া মেজাজ ক'রে কই
বাজগুলো সব স্ফূর্তি করে বাজা।

আমায় যদি হঠাৎ কোন ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

ওলট-পালট করি বিশ্বখানা
ভাঙি যেথায় যত নিষেধ মানা-
মনের মতো কানুন করি ক'টা
রাজা হওয়ার খুব ক'রে নিই ঘটা।
সত্য তা সে যত' বড় হোক
কঠোর হ'লে দিই তাহারে সাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোন ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

হাওয়ায় বলি, হল্লা ক'রে চল
তারার বাতি নিভিয়ে দলে-দল,
অন্ধকারে সত্যি কথার শেষে
রাজকন্যা পদ্মাবতীর দেশে।
ঘুমের পুরীর সেপাইগুলো ঢোলে
তাদের ধরে খুব ক'ষে দিই সাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

জেনে রাখো

সাজা	–	শাস্তি
মহোৎসব	–	মহা-উৎসব, বড় উৎসব
চিকন	–	সরু, পাতলা
চিক্	–	বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি পর্দা
ঝালর	–	কোঁচকানো কাপড়ের পাড়
চতুর্দিক	–	চারদিক
দিল দরিয়া	–	উদার
স্ফূর্তি	–	আনন্দ
নিষেধ	–	বারণ, মানা
কানুন	–	আইন
ঘটা	–	আড়ম্বর, আয়োজন
পুরী	–	রাজপ্রাসাদ, রাজবাড়ি

কাব্য পরিচয়

শিশু মনে হঠাৎ করে এক অদ্ভুত ইচ্ছে জেগে ওঠে। কেউ যদি তাকে একটি রাতের জন্য রাজা করে দেয় তবে প্রকৃতির আকাশ, বাতাস, মেগ, বৃষ্টির ওপর হুকুম জারি করবে। তাদের নিজের ইচ্ছে মত চালিত করে রাজা হওয়ার ইচ্ছে পূরণের সাধ মিটিয়ে নেবে। কখনও বা মেঘগুলোকে হুকুম করে ভীষণ গর্জনের সঙ্গে অঝোর ধারায় ঝরতে বলবে, কখনও বা হোয়াকে হুকুম করে তারা-ভরা রাতের আকাশ মেঘের চাদরে ঢেক দেয়ে আরও আঁধার করে তুলতে বলবে। এই আঁধার রাতে রূপকথার দেশে ঘুম-পাড়ানো সেপাইগুলো রাজকন্যার চোখে ঘুম না দিয়ে নিজেরাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এই অলস কাজ-না-করা সেপাইদের শাস্তি দিয়ে রাতের ঘুমকে ফিরিয়ে আনতে চায়। নিচে দেওয়া কবিতার লাইনগুলির মানে বুঝে নাও

"মেঘগুলোকে করি হুকুম সব

ছুটি তোদের, আজকে মহোৎসব।
বৃষ্টি-ফোঁটার ফেলি চিকন চিক
ঝুলিয়ে ঝালর ঢাকি চতুর্দিক,
দিল দরিয়া মেজাজ ক'রে কই
বাজগুলো সব স্ফূর্তি করে বাজা।''

শিশু যদি একরাত্রির রাজা হোত তবে আকাশের মেঘগুলোকে বর্ষার মহোৎসবে ছুটি দিয়ে দিত। ওদের বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়তে বলতো। আর সেই বৃষ্টির রূপ যেন মনে হবে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি চিকের পর্দা। আর, পৃথিবীর চারপাশে ছড়িয়ে পড়বে উৎসবে সাজানো ঝালরের মতো। এই সুন্দর আনন্দ উৎসবে মেঘের গর্জন যেন বাজনা হয়ে বেজে উঠবে।

পাঠবোধ

নিচের খালি জায়গায় ঠিক শব্দটি ভরো

সাজা, রাজা, কানুন, আইন, হল্লা, ঢোলে, বিশ্বখানা

1. আজকে রাতে কী হতে চায়?.....
2. গোটা কয়েক কী জারি করবে?.....
3. খুব কষে কী দেবে?.....
4. কী ওলট-পালট করবে?.....
5. মনের মতন কয়েকটা কী করবে?.....
6. হাওয়াকে কী করতে বলেছে?.....
7. ঘুমের পুরীর সেপাইগুলো কী করছে?.....

অতি সংক্ষেপে লেখো:

8. 'হঠাৎ যদি' কবিতাটি কার লেখা?
9. মেঘগুলোকে শিশুটি কেন ছুটি দিতে চেয়েছে?
10. 'হঠাৎ যদি' কবিতায় রাজকন্যার নাম কী?

সংক্ষেপে লেখো

11. হঠাৎ এক রাতের জন্য রাজা হতে পারলে, শিশুটি প্রথমেই কী করবে?

12. দিল দরিয়া মেজাজে কাজগুলোকে কী করতে বলা হয়েছে?

13. মেঘগুলোকে করি.....সব
    ছুটি তোদের আজকে.....।

বিস্তারিতভাবে লেখো

14. "বৃষ্টির ফোঁটার ফেলি চিকন চিক
    ঝুলিয়ে চাদর ঢাকি চতুর্দিক
    দিল দরিয়া মেজাজ করে কই
    বাজগুলো সব স্ফূর্তি করে বাজা।"
    'হঠাৎ যদি' কবিতার এই লাইনগুলির মানে সহজভাবে বুঝিয়ে লেখো।

15. এক রাতের রাজা হওয়া শিশুর মনের ইচ্ছাগুলি নিজের কথায় বিস্তারিতভাবে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. লিঙ্গ বদল করে লেখো

মহাশয়	কুমার
রাজকন্যা	সুন্দর
বুদ্ধিমান	রাজা

2. সন্ধি করো
    মহা + উৎসব
    পর + উপকার
    জ্ঞান + আলোক
    কারা + আগার

3. নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করো–

মেজাজ	অন্ধকার
আইন	বৃষ্টি
হুকুম	তারা

4. তোমাকে যদি একদিনের জন্য রাজা করে দেওয়া হয়, তবে তুমি কী কী করবে? মনের ইচ্ছেগুলোকে নিজের মতো করে গুছিয়ে লেখো।

করতে পারো

5. ক. শিশুমনে হঠাৎ নানারকম ইচ্ছে জেগে উঠতে পারে। রাজা হবার ইচ্ছে ছাড়া আরও যে সব ইচ্ছে তোমাদের মনে জাগে, সেগুলো নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারো।

খ. 'হঠাৎ যদি' কবিতার রাজার মতো রাজা হয়ে নিজেদের মনের ইচ্ছে অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করে দেখাও।

গ. কবিতাটি মুখস্ত করে আবৃত্তি করো।